টাকার ইতিবৃত্ত

--শুভ্রদীপ ভট্টাচার্য্য

'টাকা' শব্দটি উচ্চারন করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কিছু ধাতব চাকতি অথবা একটি কাগজের টুকরো যার মধ্যে আঁকা থাকে কিছু ছবি এবং ঐ কাগজের টুকরোটির মান নির্ণায়ক একটি সংখ্যা।তা যাই হোক, বর্তমানে মানব সভ্যতার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হল টাকা।সমস্ত অর্থনৈতিক আদান প্রদানের মাধ্যম হল টাকা।কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখি আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ জিনিষটির উৎপত্তি কি করে হলো? টাকা সাধারনত দু ধরনের হয় ; coin বা ধাতব চাকতি এবং Bank note বা বিভিন্ন ছবি সমন্বিত কাগজের টুকরো। কিন্তু প্রথম থেকেই টাকা এমন ছিলনা। টাকার ইতিহাস অনেক পুরোনো। মানব সভ্যতার উষালগ্নে যখন মানুষ শিকার করা ছেড়ে দিয়ে সভ্য ভাবে জীবন যাপন করতে শুরু করল তখনই তার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আদান প্রদানের জন্য একটি মাধ্যমের প্রয়োজন পড়ল।

টাকার ইতিহাস জানতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব দশহাজার বছর আগে।তখনই মানুষ তার বন্য জীবনযাপন ত্যাগ করে কৃষিকাজ শুরু করে এবং একজায়গায় দলবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে শুরু করে। এর থেকেই সুত্রপাত হয় সমাজব্যাবস্থার।তারও অনেকদিন পর মানুষ বন্য জন্তুকে পোষ মানাতে শিখল;কৃষিকাজে শুরু হল গবাদীপশুর ব্যাবহার। কিন্তু তখনো কিছুমানুষ এর পেশা ছিল শিকার করা। আবার কিছু মানুষ কৃষিজ ফসলকে সঞ্চিত করে রাখার জন্য মাটির বিভিন্ন আকৃতির পাত্র তৈরীকেই নিজের পেশা হিসেবে গ্রহন করে।

আর তখনই দেখা দেয় এক সমস্যা। সমস্যাটি আর কিছুই নয়; পারস্পরিক জিনিষ আদান প্রদানের সমস্যা। সোজা করে বললে ঘটনাটা এইরকম যে সব লোক শিকারকে তাদের পেশা হিসেবে গ্রহন করেছিল তারা তাদের শিকার করা পশুমাংস , যেসব লোক কৃষিকাজকে পেশা হিসেবে গ্রহন করেছিল তাদের উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় করতে চাইল। অপরদিকে যেসব মানুষ মৃৎপাত্র তৈরীকে তাদের পেশা হিসেবে গ্রহন করেছিল তারাও চাইল তাদের তৈরী মৃৎপাত্রের সাথে খাদ্যশষ্য এবং মাংস বিনিময় করতে। কিছু মানুষ গবাদী পশু পালনও করতো। তাদের ও তো খাদ্যের প্রোয়োজন অতএব তারাও চাইল তাদের গবাদীপশু খাদ্যের সাথে বিনিময় করতে। তখন দরকার পড়ল এইসব আদানপ্রদানের মাপদন্ড নির্ধারনের ,যেহেতু তখনো ধাতব মুদ্রার আবির্ভাব হয়নি তাই 'জিনিষ এর বদলে জিনিষ'- এই ব্যাবস্থাই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে পরিনত হল।এই দ্রব্য বিনিময় ব্যাবস্থাকে বলা হয় 'কমোডিটি মানি' (comodity money).তারপর 'সিকেল'(shikel) ব্যাবস্থার সূত্রপাত হয়। সিকেল হল পারস্পরিক জিনিষ বিনিময়ের একটি একক। এক সিকেল বলতে নির্দিষ্ট পরিমান বার্লি কে বোঝাত। এই ব্যাবস্থার প্রথম সূত্রপাত হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর পূর্বে মেসোপটেমিয়ায়। এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশে প্রথম গবাদীপশুকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যাবহার করা হয়।

সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ সালে প্রথম ধাতুর তৈরী মুদ্রার প্রচলন হয়।অনেকে মনে করেন পার্শিরা প্রথম মুদ্রার প্রচলন করে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সবথেকে পুরানো মুদ্রা পাওয়া যায় চীনে; যা খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ বছর আগে বানানো হয়েছিল বলে ধারনা করা হয়।এখানে উল্লেখ্য মুদ্রাটি রৌপ্য নির্মিত। চীনের পর সবথেকে পুরানো মুদ্রার হদিস পাওয়া যায় তুর্কিতে। প্রথম দিকে এইসব ধাতব মুদ্রার মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকতো, যারফলে ছিদ্রদিয়ে

সুতো ঢুকিয়ে অনেকগুলো মুদ্রাকে একসাথে বেঁধে রাখা যেতো। গ্রীক, পারসি এবং রোমানরা এই ধাতব মুদ্রার প্রভূত উন্নতি সাধন করে।উল্লেখ্য রোমান এবং গ্রীকরা তুলনামূলক মূল্যবান ধাতু দিয়ে মুদ্রা নির্মান শুরু করে। হেরোডটাস এবং লিডিয়ানস্ এই ব্যক্তিদ্বয় প্রথম তাঁদের লেখায় স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রার কথা উল্লেখ করেন।

কিন্তু ধাতুর তৈরী মুদ্রা প্রচলনের পর একটি সমস্যা দেখা দেয়, তা হল এক জায়গায় টাকা জমা করে রাখার সমস্যা।টাকা জমিয়ে রাখার জন্য এমন একটি জায়গার দরকার পড়ল যা সুরক্ষিত।সেই সময় সবথেকে সুরক্ষিত জায়গা ছিল মন্দির।মন্দিরগুলি সাধারণত মানুষ এর বাড়িঘর থেকে বেশী মজবুত করে বানানো হতো। তাছাড়া তখনকার মানুষ ধর্মভীরু থাকায় মন্দির থেকে টাকা চুরির সম্ভাবনা ছিলনা। কিন্তু এই ব্যাবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। বহিঃদেশীয় শক্তিরা যখন এই কথা জানতে পারলো তখন তারা মন্দির ধ্বংস করে টাকা লুট করতে শুরু করলো।তখন দরকার পড়লো এমন এক ধরনের টাকার যার মূল্য ধাতব মুদ্রা থেকে কম এবং সহজেই বহন করা যায়।আবির্ভাব ঘটলো চামড়ার তৈরী টাকার প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ১১৮ সালে। এক বর্গফুট আকারের হরিনের চামড়ায় নির্মিত এমনই একটি টাকার সন্ধান পাওয়া গেছে চীনের তাইওয়ান প্রদেশে খনন কার্যের ফলে।সম্ভবত এর থেকেই কাগজের টাকার সূত্রপাত হয়।কাগজের টাকার সুত্রপাতও প্রথম চীনেই হয়, সুং রাজাদের রাজত্বকালে।চীনে প্রচলিত এই কাগজের টাকার নাম ছিল 'জিয়াওজি'। এখানে উল্লখ্য এই ধরনের টাকার পরিবর্তীত রূপ সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছিল।অবশ্য চীনে কাগজের তৈরী টাকার সাথে ধাতব মূদ্রারও প্রচলন ছিল। এখন আসা যাক ভারতীয় মুদ্রার কথায়।ভারতীয় মুদ্রা পৃথিবীর আন্যতম প্রাচীন মুদ্রা।

ভারতে প্রথম মুদ্রার প্রচলন করেন শের শাহ্ সুরী(১৪৮৬-১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ)।তিনিই ৪০টি ধাতব মুদ্রার দাম ১ 'রুপী' ধার্য করেন।ভারতীয় টাকাকে রুপী বলা হয়। এই রুপী শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'রৌপ্য' শব্দটি থেকে যার মানে রূপা।

আধুনিক টাকার সূত্রপাত হয় ইউরোপে,সূত্রপাত করে স্টকহোম ব্যাংক ১৬৬১ সালে। এই প্রথম জিনিষ পত্রের বদলে সোনা কে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যাবহার করা হয়।এঁর ফলে ১৭-১৯ শতকের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকেই স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার ওঠে যায়, স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রার সমমূল্যের ব্যাঙ্ক নোটের ব্যবহার শুরু হয়।২য় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় সব দেশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টাকা অর্থাৎ ইউ এস ডলারের সাপেক্ষে তাদের টাকার মূল্যমান নির্ধারন করতে শুরু করে।এইভাবে প্রচলন হয় আধুনিক টাকার।ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্থান (১৭৭০-১৮৩৭) এবং জেনারেল ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল এন্ড বিহার' ভারতের প্রথম ব্যাঙ্ক যা ওয়ারেন হেস্টিংস চালু করেন।প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন তামার সংকট দেখা দেয় তখন ভারতে ব্যাপক ভাবে কাগজের টাকার প্রচলন শুরু হয়। ১৫ আগষ্ট ১৯৫০ সালে ভারতীয় টাকায় প্রথম অশোকস্তম্ভের ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৯৫ সালে ভারতীয় মুদ্রাকরন নীতি প্রবর্তিত হয়।

টাকা কোনো জিনিষ এর মূল্য নির্ধারন তাই টাকার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্চনীয়।যেমনঃ-
(১) টাকা এমন হতে হবে যাতে গুনগত এবং আর্থিক মান পরিবর্তন না করেই সহজে বহন করা যায়।
(২) ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রে ইহা এমন হতে হবে যাতে সহজেই গলিয়ে ধাতু পিন্ডতে পরিনত করা যায় এবং পুনরায় মুদ্রায় পরিনত করা যায়।
(৩) একটি নির্দিষ্ট মূল্যমানের টাকার ভর,আয়তন ইত্যাদি সবসময় এক থাকা বাঞ্চনীয়।

Uttaran37

(৪) ধাতব মুদ্রার কিনারা সাধারনত পালিশ না করে অসমান রাখা হয় বা কিনারায় ডিজাইন করা হয় ,যাতে মুদ্রা থেকে যদি কেউ কিছু অংশ অপসারিত করে মুদ্রার মূল্যমান কমিয়ে দেয় তাহলে যাতে সহজেই সনাক্ত করা যায়।
(৫) টাকাকে যাতে সহজেই জাল করা না যায় তারজন্য টাকায় জলছাপ ব্যবহার করা হয়।
(৬)টাকা সহজেই সঞ্চয় যোগ্য,পরিবহন যোগ্য এবং ব্যবহার যোগ্য হতে হবে।
(৭)কোনো বড়ো আকৃতির জিনিষ অথবা কোনো দামী জিনিষ টাকা বা আর্থিক বিনিময়ের জন্য আদর্শ নয়।তাই হীরা, বাড়িঘর, জায়গা ইত্যাদি টাকা বা অর্থিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।